54

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 10 FEB. 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ... ৫ ...

আলিয়া মাদ্রাসায় সংঘর্ষ, খুন

হল খালি করে দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের ৫ জন চিকিৎসাধীন, ১০ জন জেল হাজতে

পারভেজ খান : আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রলীগ নেতা ইব্রাহিম হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রাবাস খালি করে দেওয়া হলেও ছাত্রাবাসের আশপাশ এলাকায় আতঙ্ক কমেনি। গ্রেপ্তারকৃত ১৫ বহিরাগত হামলাকারীর মধ্যে পাঁচজন এখন পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় ভর্তি রয়েছে। অন্যদের গতকাল সোমবার আদালতে সোপর্দ করার পর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মাদ্রাসার ফাজিল বিভাগের একজন ছাত্র জানান, আলিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রলীগের মধ্যে মৌলবাদী একটি ছাত্র সংগঠনের সমর্থক একটি গ্রুপ রয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা মাদ্রাসায় সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করছে। তাদের কর্মীদের সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে ছাত্রলীগ বা অন্য ছাত্র সংগঠনে ঢুকানো হয়। তারা ঐ সংগঠনের কর্মী-নেতা হিসেবে পরিচিত হলেও ঐ মৌলবাদী সংগঠনের সোর্স হিসেবেই কাজ করে। আলিয়া মাদ্রাসায় এ ধরনের কর্মীর সংখ্যা ৫০ জনের ওপরে। এদের পোশাক, হাতখরচ, পড়াশোনার ব্যয় এসব ঐ সংগঠনের তহবিল থেকে দেওয়া হয়। তাকেও এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে ছাত্রটি জানান।

এই ছাত্রের সঙ্গে একমত পোষণ করে একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আরেক ছাত্র জানান, এই চক্রের সঙ্গে টাকার লোভে এবং চিনতে না পারায় অনেক ছাত্রলীগ কর্মীও জড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রলীগের এই গ্রুপের কাছেই রয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। হলের তিনটি কক্ষে, আজিমপুর স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার চারটি কক্ষে এবং কামরাঙ্গিরচর এলাকার একটি মাদ্রাসায় এই গ্রুপের সদস্যরা প্রতি মাসে একবার বৈঠকে বসে। বৈঠকে তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করে রাখা হয় বলে ছাত্রটি জানান।

মাদ্রাসার পাশের বকশিবাজার ফাটোস্ট্যাট মার্কেটের একজন ব্যবসায়ী গতকাল এই প্রতিবেদককে জানান, মাদ্রাসার অনেক ছাত্র এবং হুজুরের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তারা অনেক সময় এই ব্যবসায়ীদের টেবিলের ড্রয়ারে অস্ত্র রেখে যায়।

পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তা জানান, তাদের কাছেও এ ধরনের তথ্য রয়েছে। রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম এলাকায় এই ধরনের সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে বলেও জানা গেছে। পুলিশ এই চক্রকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

লালবাগ থানা সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা, একটি বিস্ফোরক দ্রব্য, একটি অস্ত্র এবং একটি দাঙ্গা মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাগুলোর তদন্ত চলছে। পুলিশ অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য গতকালও একাধিক জায়গায় অভিযান চালায়।